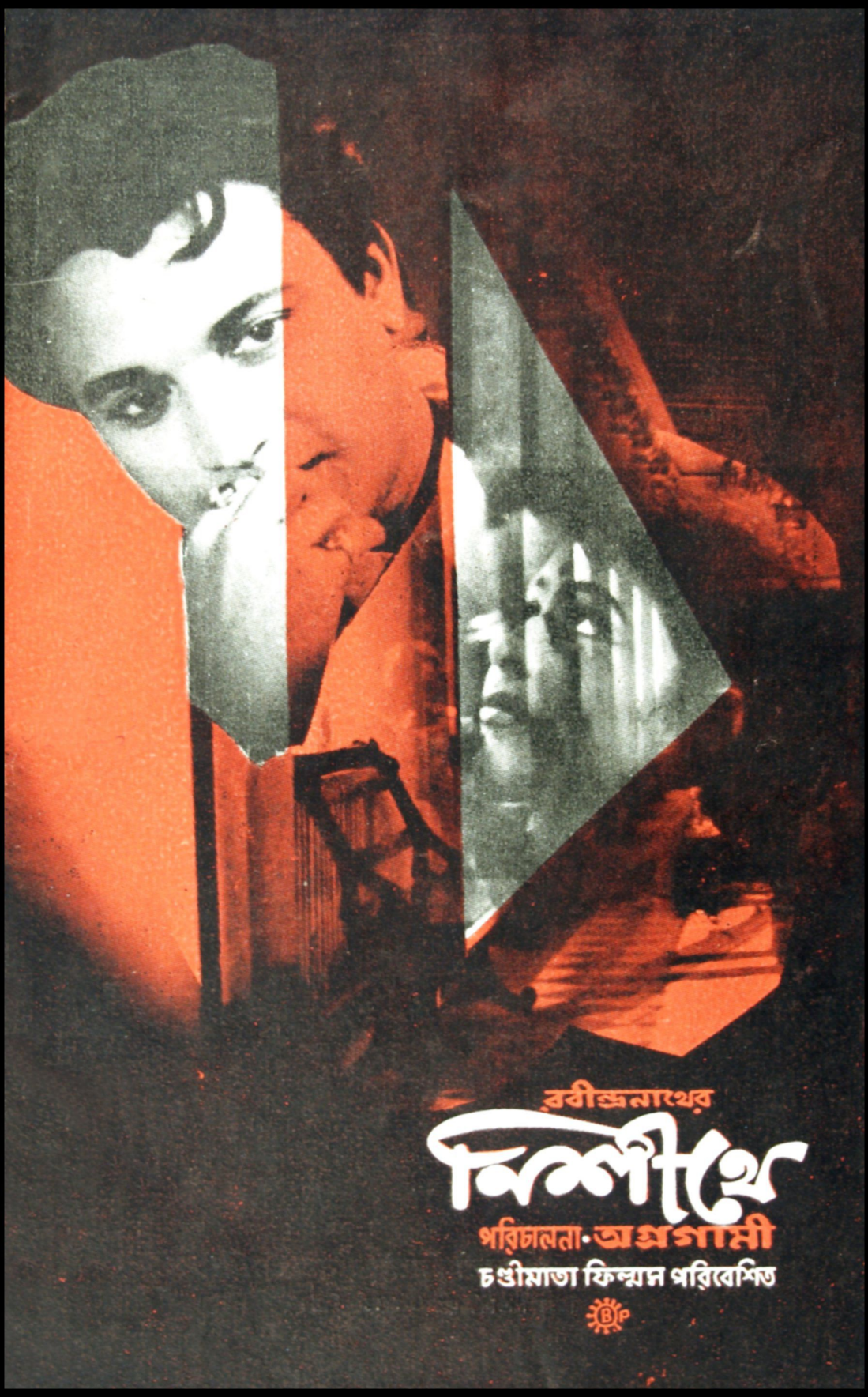
রবীন্দ্রনাথের
নিশীথে
পরিচালনা · অগ্রগামী
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

অগ্রগামী পরিচালিত

রবীন্দ্রনাথের

নিশীথে

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের নিবেদন

সুরশিল্পী : সুধীন দাশগুপ্ত

•

কাহিনী-পরিবর্দ্ধনে : সমরেশ বসু • চিত্রনাট্যে সহযোগিতা : নরেন্দ্র নাথ মিত্র, বিমল ভৌমিক • চিত্রশিল্পে : রামানন্দ সেনগুপ্ত • সহকারী : কেষ্ট চক্রবর্ত্তী • শব্দানুলেখনে : সত্যেন চ্যাটার্জ্জী, দেবেশ ঘোষ, সুনীল ঘোষ • সম্পাদনায় : কালী রাহা • শিল্পনির্দ্দেশনায় : সুধীর খাঁ • রূপসজ্জায় : বসীর আমেদ • ব্যবস্থাপনায় : প্রবোধ পাল

•

★ ভূমিকাভিনয়ে ★

উত্তমকুমার • সুপ্রিয়া চৌধুরী • নন্দিতা বোস • রাধামোহন ভট্টাচার্য্য • ছায়া দেবী • গঙ্গাপদ বোস শিশির বটব্যাল • শৈলেন গাঙ্গুলী • জীবন কর্ম্মকার • সঞ্জীব দে • অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী • বিনয় লাহিড়ী ঝিজেন গাঙ্গুলী • কাত্তিক • মৃণাল • প্রিয়নাথ • রেবা • বীণা • দীপালী • লিলি • শৈল প্রভৃতি

•

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, অরুণ কুমার দে, নির্মল, ধীরেন।

চিত্রশিল্পে : সুখেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, শচীদুলাল মুখার্জী। শব্দানুলেখনে : বাবাজী সামল। সম্পাদনায় : দেবী চক্রবর্ত্তী, নীরোদ, বাবলু। শিল্পনির্দ্দেশনায় : দীপক, পঞ্চানন। রূপসজ্জায় : বট্ গাঙ্গুলী, মুন্সীরাম শর্ম্মা। ব্যবস্থাপনায় : শান্তি চক্রবর্ত্তী, কেষ্ট রাউত, কার্ত্তিক মণ্ডল, রবীন, নলিনী। দৃশ্যাঙ্কনে : জগবন্ধু সাউ। দৃশ্য-সংগঠনে : সুবোধনাথ দাস, ছেদিলাল শর্ম্মা, চিরঞ্জীব বর্জু, রামাপয়ারী, অনিল পাল। আলোক-নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস দাস, সুধাংশু ঘোষ, ভবরঞ্জন দাস, নারান চক্রবর্ত্তী, অনিল পাল, সুভাষ ঘোষ।

•

শব্দপুনর্লেখন : টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে আর-সি-এ ষ্টিরিওফোনিক ডি-লাক্স শব্দযন্ত্রে সত্যেন চ্যাটার্জী কর্ত্তৃক গৃহীত। ইউনাইটেড সিনে লাবরেটরীজ-এ শৈলেন ঘোষাল কর্ত্তৃক পরিস্ফুটিত।

স্থির-চিত্র : ক্যাপ্স ফটোগ্রাফী • পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও।

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল • প্রচার-শিল্পী : পূর্ব্বজ্যোতি, সুশীল বন্দ্যো:, জে-এল-কে, গণেশ দাস, সত্য চক্রবর্ত্তী

পরিবেশক : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিমিটেড**

কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া, হইতে মুদ্রিত।

কাহিনী শুরু

রাত্রির গহন অন্ধকারের মাঝে লুকিয়ে থাকে এমন অনেক অজানা রহস্য, দিনের আলোয় যাদের আমরা খুঁজে পাইনা, অথবা স্বচ্ছ বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় যাদের মনে হয় অর্থহীন; তেমনি এক রহস্যময় রাত্রিতে কোন এক বিকারগ্রস্ত মানুষের চরম দুঃখের এক কাহিনীর যবনিকা উত্তোলিত হয় জনৈক চিকিৎসকের কাছে।

... . কি যেন চাপা আছে ঐ মানুষটির মধ্যে—যার ভয়াল ছায়া স্মৃতির দর্পণে রাত্রির অন্ধকারে প্রতিফলিত হয় তার মনে।

জমিদার দক্ষিণাচরণের সব আছে—অতুল ঐশ্বর্য্য, অনুপমা দয়িতা, আর কাব্যরস-মণ্ডিত একটি মন। তার স্ত্রী নিরুপমা, স্বামী-প্রেমে অতুলনীয়া। নিজের জীবনের চরম ক্ষতি করে সে তার স্বামীকে সেবা আর যত্ন দিয়ে কঠিন অসুখ সারিয়ে ফিরিয়ে এনেছে যমের মুখ থেকে; তাই নিরুর অসুখের সময় দক্ষিণা যে বাড়াবাড়ি করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিরুর কাছে বারবার শপথ করেছে দক্ষিণা—"নিরু তোমায় কোনদিন ভুলতে পারবো না; তোমার জায়গায় আর কাউকেই কোন দিন বসাতে পারবো না।" নিরু শুধু হেসেছে দক্ষিণার কথা শুনে।

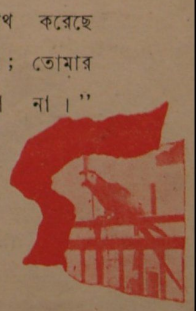

নিরুপমাকে নিয়ে বায়ু পরিবর্ত্তণের জন্যে এলহাবাদে চলে আসে দক্ষিণা; সেখানে তার কাছে নিয়তির মত উপস্থিত হয় মনোরমা—স্বজাতি, স্বঘর, হারাণ ডাক্তারের সুরূপা, সুশিক্ষিতা

অবিবাহিতা মেয়ে। স্ত্রী তার সবই বুঝেছিল—ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া আসা—ওষুধ খাওয়াতে ভুলে যাওয়া—এর মানে তো অজানা ছিল না তার!

তারপর? তারপর ভুল করে খাওয়ার ওষুধ ভেবে বিষ খেতে বাধা কিসের? আর কেউ না বুঝুক, দক্ষিণা সব বুঝেছিল—বুঝেছিল নিরু ইচ্ছে করেই আত্মহত্যা করেছে। এরপর মনোরমাকে বিয়ে করে নতুন ভাবে গড়ে নিতে চেষ্টা করে সে নিজেকে। কিন্তু ব্যর্থ হয় তার সব প্রচেষ্টা।

ভগ্ন-হৃদয় দক্ষিণা মদ ধরে; সুরু হয় আত্ম-নির্য্যাতনের পালা। জীবন তার কাছে দুর্বিষহ মনে হয়। দিনের আলোর বিশ্বাস রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে হারিয়ে যায়। তার কানের পাশে বাজতে থাকে এক ভয়াল হাসি, আর, তার সঙ্গে নারী কণ্ঠের জিজ্ঞাসা—"ওকে! ওকে! ওকে গো?"

তাই প্রতি রাত্রেই তাকে ছুটে আসতে হয় ডাক্তারের কাছে। আকুল প্রশ্ন করে সে ডাক্তারকে—"ডাক্তার, আমার কি কোন উপায় নেই, কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।" ডাক্তার নিরুত্তর; সহানুভূতিতে চোখ দুটি চক্ চক্ করে তার। কিন্তু তারপর?

নিঃসীম, ভয়াল রাত্রি দক্ষিণাচরণের এই হতাশ্বাসে থম্ থম্ করতে থাকে।

★

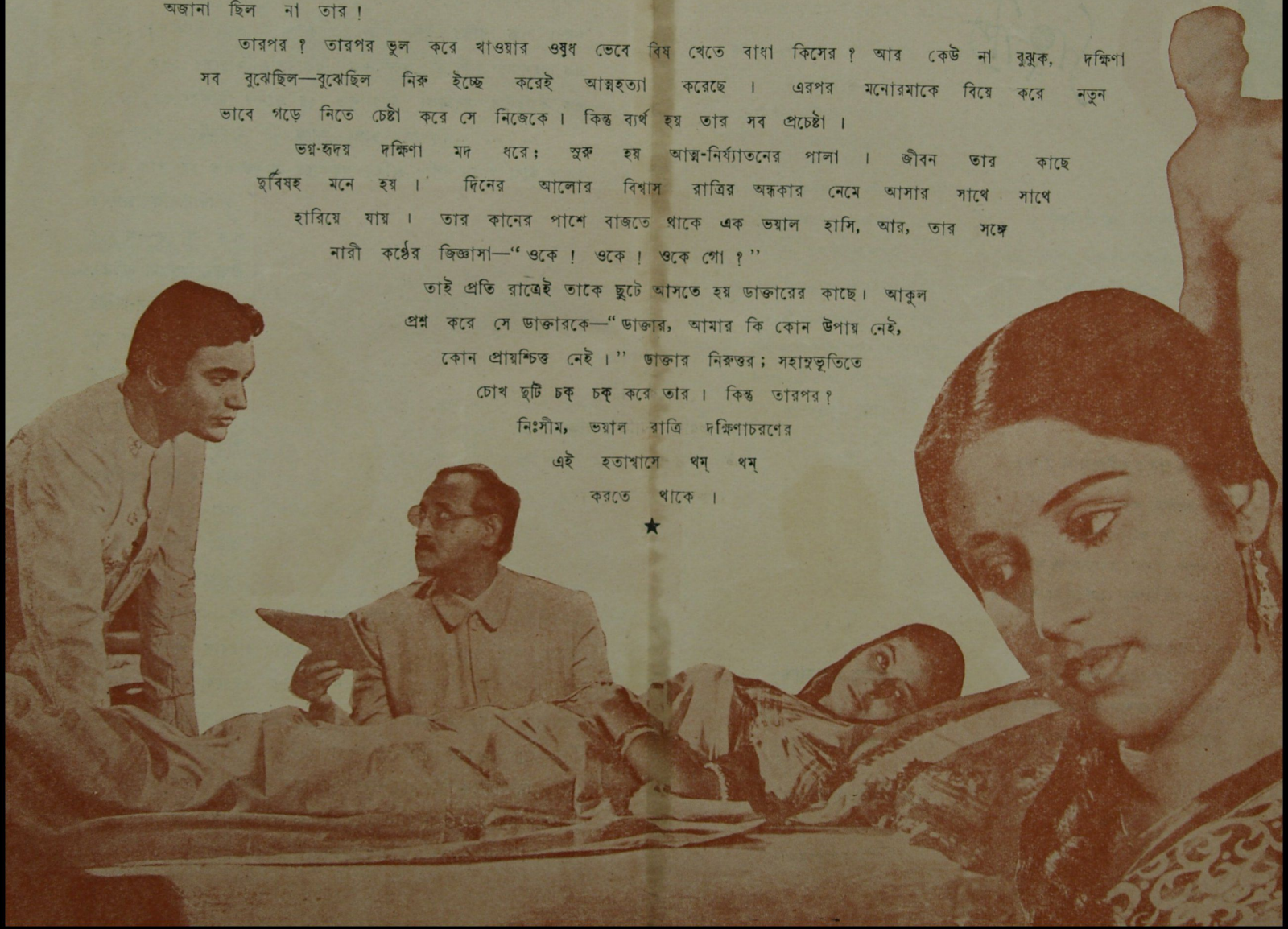

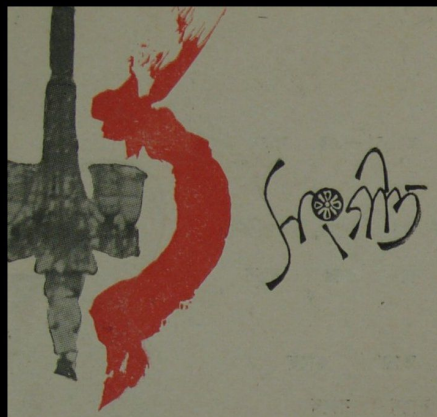

(১)

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে—
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে ॥

তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে, এ কণ্ঠহার দিলে কারে ॥

●

(২)

কথা ও সুর : অজ্ঞাত

নিশি হলো ভোর, উঠরে মাখন চোর—
শ্রীদাম, সুবল ঐ ডাকে।

মা সে যশোমতী: জ্বালায়ে আরতি—
থালায় ভরিয়া রাখে ॥
উঠ উঠ বলি ডাকে।

(৩)

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হৃদয়ের একুল, ওকুল, দুকুল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়নবারি।
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী,
কিছু আর চিনিতে না পারি ॥

পরানে পড়িয়াছে টান, ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥
কেন এমন হল গো, আমার এই নব যৌবনে।
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ—
জানি না কী বাসনা, কী বেদনা গো—
আপনা কেমনে নিবারি ॥

●

(৪)

কথা ও সুর : অজ্ঞাত

যোবতী ক্যান কর মন ভারী,
পাবনা থেকে আইন্যা দিব—
ট্যাকা দামের মোটরী।

●

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের
সূর্য্যশিখা
পরিচালনা-সলিল দত্ত
সুরশিল্পী-রবীন চ্যাটার্জী
উত্তম
সুপ্রিয়া
ছবি বিশ্বাস
অসিত
গঙ্গাপদ
জহর
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত